প্রশ্ন ও উত্তর

[নিম্নরূপ প্রশ্নটি বিগত ৮ ও ৯ই এপ্রিল '৮৩ইং অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসায় কিছু সংখ্যক মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার ছাত্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। উহার বিস্তারিত উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল।]

—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

প্রশ্ন :—"হাদিসে এসেছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) খানা-এ-কাবায় তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে-আসওয়াদ ও মোকামে-ইব্রাহীমের মাঝখানে মানুষের নিকট পরিচিত হবেন। উক্ত হাদিস থেকে দেখা যায়, হযরত ইমাম মাহদী জাহির হবেন মক্কা থেকে। কিন্তু আপনারা বলছেন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কাদিয়া নগরী থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। এর স্বপক্ষে আপনাদের নিকট কুরআন-হাদিসের কি দলীল-প্রমাণ আছে ?"

উত্তর :—প্রশ্নকারীরা তাঁদের পেশকৃত হাদিসটির কোন বরাত দেন নাই। এধরনের কোন হাদিস আছে বলে আমাদের জানা নাই তবে আবু দাউদে এরূপ একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যে-হাদিসটিতে 'একজন (নাম বিহীন) ব্যক্তির' কথা আছে যিনি একজন খলিফার মৃত্যুতে মতভেদ দেখা দিলে মদিনা থেকে পালিয়ে মক্কায় যাবেন। মক্কাবাসীরা তিনি অরাজী হলেও তাঁকে বাধ্য করে তাঁর নিকট হাজরে-আসওয়াদ ও মোকামে-ইব্রাহীমের মাঝখানে বয়েত গ্রহণ করবেন। এর পরে পরেই শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে একটি সৈন্যদল তাঁর দিকে পাঠানো হবে। কিন্তু সে সৈন্যদলটি মক্কা ও মদিনার মাঝে অবস্থিত বায়দা মোকামে বিধ্বস্ত হবে। মানুষে এ অবস্থা দেখবে, তখন শাম দেশের আবদাল এবং ইরাক-বাসীও তাঁর নিকট এসে বয়েত করবে। ইত্যাদি (আবু দাউদ, হাদিস নং ৮৮৩)।

উক্ত হাদিসটির কোথায়ও ইমাম মাহদী বলে কোন শব্দ নাই বরং 'রজুলুন' অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি' বলে শব্দ আছে। তেমনি হাদিসটিতে তওয়াফ করার কথাও কোথায়ও নাই। আমাদের জিজ্ঞাসা, আবু দাউদের উক্ত হাদিসটি ছাড়া আর অন্য এমন কোন হাদিস কি কেউ পেশ করতে পারেন, যেখানে 'ইমাম মাহদী খানা-এ-কাবায় তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মোকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে পরিচিত হবেন' বলে বর্ণিত আছে ? প্রকৃতপক্ষে এমন কোন হাদিস নাই। সুতরাং আবু দাউদের উল্লিখিত হাদিস থেকে ইমাম মাহদীর কোন আভাসও পাওয়া যায় না। বরং হাদিসটিতে বর্ণিত 'জনৈক ব্যক্তি' (রাজুলুন) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীটি ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত প্রত্যেকেই জানেন যে হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবেরের দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ইতিহাসে বর্ণিত তাঁর ঘটনাবলী অবিকল উক্ত হাদিসের প্রতিফলন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবেরই হলেন সে ব্যক্তি যিনি হযরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদের বয়েত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মদিনা থেকে পলায়ন করে মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানকার মুসলমানেরা তাঁকে খলিফা মেনে তাঁর নিকট বয়েত করেছিল। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে সীরিয়া থেকে প্রেরিত সৈন্যদল পর্যদুস্ত হয়েছিল। কারো সে ইতিহাস

জানা না থাকলে আমরা তাঁকে বনি উমাইয়ার খেলাফতকালের ইতিহাসের যে কোন পুস্তক পাঠ করার জন্য অনুরোধ করবো। মোট কথা, হাদিসটিতে ইমাম মাহদীর ইশারা-ইঙ্গিতেও কোন কথা নাই এবং উল্লিখিত প্রশ্নটিতে 'তওয়াফ রত অবস্থায় পরিচিত হওয়ার' কথাটা সম্পূর্ণ বানোয়াট বৈ আর কিছুই নয়। অন্য কোন হাদিসেও উহা থাকলে প্রশ্নকারী কি সে হাদিসটি বের করে দেখাতে পারেন?

পক্ষান্তরে একাধিক বর্ণনায় আছে, ইমাম মাহ্‌দী পূর্বদিকে আবির্ভূত হবেন। যেমন—

وعن عبد الله ابن الحارث ابن الحزء الذ بيدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيو طئون للمهدى يعنى سلطانه اخرجه ابن ماجة فى باب خروج المهدى (حجج الكرامة)

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ-বিন-জুযউয-যুবেয়দী থেকে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন যে পূর্ব দিকে কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যাঁরা সেখানকার তথা সেখান থেকে আবির্ভূত রূহানী বাদশাহ মাহদীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন অর্থাৎ তাঁর তবলীগ ও দাওয়াত তথা ইসলামকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা উহা সাফল্য মণ্ডিত করে তোলবেন। ইবনে মাজা হাদিস গ্রন্থে মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে উক্ত হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। (হুজাজুল কেরামাহ)।

তেমনি মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড এবং কানজুল উম্মাল, ৭ম খণ্ডে প্রতিশ্রুত মসীহ তথা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) عند منارة البيضاء شرقى د مشق দামেশকের পূর্ব দিকে শুভ্র মিনারের নিকট" অবতীর্ণ তথা আবির্ভূত হবেন বলে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। এমনিধারায় আরও বহু হাদিসের বর্ণনায় ইমাম মাহদী পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আর একটি হাদিস "জাওয়াহেরুল আসরার (৮৪০ হিঃ সনে হযরত আলী হামজা বিন আলী মালেকুত-তুসী প্রণীত) প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে:

در اربعين امده است كه خروج مهدى از قريه كدعه باشد قال النبى صلعم يخرج المهدى من قريه يقال لها كدعه .

অর্থাৎ—আরবাঈন পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, মাহদী 'কাদয়া' বা 'কাদিয়া' গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন। হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, আল-মাহদী 'কাদিয়া' নামক গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন।"

বস্তুতঃ উক্ত হাদিসটি মক্কা ও দামেস্কের ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত কাদিয়া তথা কাদিয়ান গ্রাম থেকে আবির্ভূত ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সত্যতাকে সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত করছে। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

উক্ত হাদিসটির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে জানা উচিত যে হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর প্রায় চারশ' বছর পূর্বে একজন ইমাম রচিত গ্রন্থে (আরো একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আবরাইন'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে) লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত 'কাদিয়া বা কাদয়া' শব্দের অনুরূপ

'কারয়া' শব্দ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। যেমন, বেহারুল আনওয়ার ১৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المهدی من قریۃ یقال لها کرعۃ

অর্থাৎ, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইমাম মাহদী 'কর্‌য়া' নামক পল্লী থেকে আবির্ভূত হবেন।" উক্ত হাদিসটি হুজাজুল কেরামাহ গ্রন্থেও আর একটি গ্রন্থ ইরশাদুল 'মুসলেমীন' -এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে।

হতে পারে যে, 'কারয়া' শব্দটি প্রকৃত পক্ষে 'কাদয়া-'ই ছিল, কেননা শব্দ দু'টির মধ্যে হরফ ও লিপিগত সাদৃশ্যের কারণে ر (র) হরফ د (দ) হরফে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিম্বা এদু'টি শব্দই পৃথক দু'টি নামও হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মিলিত অংশের প্রাচীন নাম 'কারা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (মাহে-নও চৈত্র ১৩৬৪ বাংলা)। বস্তুতঃ 'কাদ্‌য়া' বা 'কাদিয়া' নামের কোন স্থান ইয়েমেন তথা আরব দেশে নাই বলে ১২৯১ হিঃ সালে রচিত 'হুজাজুল কেরামাহ' গ্রন্থে নবাব সিদ্দিক হাসান খানও লিখে গিয়েছেন।

তারপর, كدعة কাদয়া বা কাদিয়া শব্দ সম্বন্ধে জানা আবশ্যক যে, আরবী ভাষায় অনারবী শব্দের রূপান্তর ঘটে থাকে। যেমন, চীনকে صين (সীন), জাপানকে يابان (ইয়াবান), ইটালীকে ايطاليا (ইতালিয়া), ইংল্যাণ্ডকে انجلترا (ইঙ্গিলতারা), লণ্ডনকে لندرا (লন্দ্রা) বলা হয়। "কাদয়া বা কাদিয়া" শব্দটিও কাদিয়ান শব্দের মোয়াররাব বা আরবী রূপান্তর। সুতরাং গ্রামটির নাম মোগল সম্রাটদের আমলে 'ইসলামপুর কাজী' ছিল। কালক্রমে দীর্ঘ নাম হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে 'কাজী' শব্দে পর্যবসিত হয়, তারপর কাজী শব্দ 'কাদি'রূপে উচ্চারিত হতে আরম্ভ হয় (গোটা পাক-ভারত অঞ্চলে ض হরফের উচ্চারণ ز, দ) হরফে হয়ে থাকে)। সর্ব শেষে ঐ নামও ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে কাদিয়ান নামে রূপান্তরিত হয়।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আলোচনাটি আপাততঃ এখানেই শেষ করা হলো, যদিও আরও অনেক প্রমাণ এবং আরও বেশ কিছু আলোচনা পেশ করা সম্ভব হলো না। তবে সব কথার সার সংক্ষেপ এই যে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মক্কা থেকে আবির্ভূত হবেন বলে যাঁরা মত পোষণ করেন তাঁদের একমাত্র পেশকৃত আবু দাউদের উল্লেখিত হাদিসটিতে প্রথমতঃ মাহ্‌দী শব্দের কোন উল্লেখই নাই, বরং 'রজুলুন' অর্থাৎ একজন নাম বিহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে হাদিসটিতে যা বলা হয়েছে তা হুবহু হযরত আবদুল্লাহ-বিন-জুবেরের ঘটনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্ম ও আবির্ভাব কোথায় হবে—সে বিষয়ে হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় যে সকল ইঙ্গিৎ দান করা হয়েছে—সামগ্রিকভাবে সেগুলি থেকে যা সুস্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় তা হল এই যে, তিনি মক্কা-মদীনা বা দামেস্কের ঠিক পূর্ব দিকে ভারতবর্ষের পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ানে আবির্ভূত হবেন। এ প্রসঙ্গে উপরে যে কয়টি হাদিস পেশ করা হয়েছে, তাই প্রত্যেক সত্যান্বেষীর পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। "সাফ-দেল্ কো কাসরাতে এ'জায কি হাজত নহী
ইক্ নিশান কাফী হ্যা গর দেল মেঁ হো খওফে-কির্দ-গার।"

ইমাম মাহদী (আঃ) কোথায় আবির্ভূত হবেন

এ সম্পর্কে আরও দু'টি হাদিস :

ইমাম মাহ্দী (আ:) কোথায় আবির্ভূত হবেন এ প্রশ্নের উত্তরে 'আহ্মদীর' গত সংখ্যায় 'প্রশ্ন ও উত্তর' শিরোনামে যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, উহার সহিত নিম্নোল্লিখিত দু'টি হাদিসও যোগ করে নেওয়ার জন্যপাঠক বর্গের খেদমতে অনুরোধ করা যাচ্ছে :—

(—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ)

সেহায়ে সেত্তা'র অন্যতম হাদিসগ্রন্থ—'নেসাই' এর 'বাবু গাযওয়াতিলহিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্থানে জেহাদ বা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়ে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত আছে :

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلعم عصابتان من امتى احرزهما الله من النار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام ۔(نسائ جلد ۲ باب غزوة الهند)

অর্থাৎ—'হযরত সওবান (রাঃ) যিনি হযরত নবী করীম (সা:)-এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন, বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী (সা:) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি বৃহৎ দল বা জামাত হবে, যাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা আগুন থেকে রক্ষা করবেন : একটি দল তো হিন্দুস্থানে জেহাদ করবে এবং আর একটি জামাত (হিন্দুস্তানে) প্রতিশ্রুত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম (তথা ইমাম মাহ্দী)-এর সাথী হবে।"

হিন্দুস্তানে জোহাদ প্রসঙ্গে বর্ণিত উক্ত হাদিসটি ইহাই নির্দেশ করছে যে, হাদিসটিতে উল্লিখিত উভয় দলই হিন্দুস্তানে বাস করবে। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ্ তথা ইমাম মাহদী (আ:) হিন্দুস্তানে আভির্ভূত হবেন বলেই উক্ত হাদিসে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে আর একটি হাদিস এই যে :

عصابة تغزو الهند وهى تكون مع المهدى اسمه احمد۔(النجم الثاقب جلد ۲۔ ص ۱۰۱ و رواه البخارى فى تاريخه)

অর্থাৎ—"একটি জামাত মাহ্দীর সঙ্গী হয়ে হিন্দুস্তানে জেহাদ করবে, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'।" (আল-নাজমুস -সাবেক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১, এবং ইমাম বুখারী উক্ত হাদিসটি তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন)।

উক্ত হাদিসে স্পষ্টতঃ ইমাম মাহ্দী (আ:) হিন্দুস্তানে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর নাম হবে 'আহমদ'।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হাদিস শরীফে একাধিক বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীনরূপে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা-ইবনে-মরিয়ম এবং ইমাম মাহদী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন না বরং খ্রীষ্টীয় ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন এবং মুসলমানদের ইসলাহ্ ও সংস্কার সাধন—এ দু'টি প্রধান কাজের দিক থেকে একই ব্যক্তির দু'টি গুণবাচক নাম বা উপাধি দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইবনে মাজায় হাদিস বর্ণিত আছে যে—'لا المهدى الا عيسى ابن مريم' প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কেউ মাহদী হবে না।" অর্থাৎ, মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি হবেন।]